চে লোকপাল নিযুক্ত করছে কে ?

অরুণ জেটলি , রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

অবশেষে ২০১৩ য় পাশ হল লোকপাল ও লোকাযুক্ত আইন। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেল এই বিল। লোকপালের সদস্য ও চেয়ারম্যান পদ পূরণের জন্য দরখাস্ত চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। নিয়ম, প্রার্থীর যোগ্যতা ও দরখাস্তের খসড়াও বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই গোটা বিষয়টায় উদ্যোগ নিল কে ? বিজ্ঞাপন থেকে এটা পরিস্কার যে গোটা বিষয়টায় উদ্যোগী হওয়া ও শূন্যপদ পূরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান পুরোটাই করেছে পার্সোনেল ও ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট। কিনতু সংসদের উভয় কক্ষে পাস হওয়া আইন থেকে এটা পরিস্কার যে এভাবে দরখাস্ত আহ্বানের কোনও অধিকারই নেই সংশ্লিষ্ট দফতরের।

এই আইনের ৪ ধারায় সদস্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি রয়েছে। নিয়োগের জন্য একটা সিলেকশন কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে যেখানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী,লোকসভার স্পিকার, লোকসভার বিরোধী দলনেতা, ভারতের প্রধান বিচারপতি বা তাঁর মনোনীত কোনও বিচারপতি এবং জুরি হিসেবে কোনও বিশিষ্টজন। কিন্তু এপর্যন্ত সিলেকশন কমিটির এই সদস্যরা একবারও বিষয়টা নিয়ে বৈঠক করেননি। প্রথম পদক্ষেপে প্রথমোক্ত চারজন মিলিত হয়ে পঞ্চম জনকে বেচে নেওয়ার কথা। সিলেকশন কমিটির এই পাঁচজন সদস্য বসে সার্চকমিটির সদস্যদের একটা প্যানেল তৈরি করবে। বিভিন্ন শাখার সাতজনকে নিয়ে তৈরি হবে এই প্যানেল। এই সার্চ কমিটিই লোকপালের সদস্য ও চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগ্য নামগুলি বেছে নেবে।

৪ এর ৪ ধারায় বলা হচ্ছে সার্চ কমিটির বাছাই করা নামগুলির মধ্যে চেয়ারপার্সন ও লোকপালের সদস্যদের নাম চুড়ান্ত করার পদ্ধতি অত্যন্ত স্বচ্ছতা বজায় রেখে করতে হবে সিলেকশন কমিটিকে। সার্চ কমিটির তালিকায় নেই এমন কিছু নাম অনুমোদন করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে সিলেকশন কমিটিকে। আট সদস্যের মধ্যে অন্তত চারজনের বিচার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। চেয়ারপার্সন হবেন এমন একজন যিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি।

কিন্তু এতদিনের মধ্যে সিলেকশন কমিটিই তৈরী হয়নি। অনিবার্যভাবে সার্চ কমিটি তৈরীরও কোনও প্রশ্ন নেই। লোকপালের চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগের কোনও প্রক্রিয়াই শুরু করেনি সিলেক্ট কমিটি। এরকম একটা বিদগ্ধ পোস্ট যেখানে যেখানে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রিমকোর্টের কোনও বিচারপতি অলঙ্কৃত করবেন সেখানে চাকরীর দরখাস্তেরও কোনও মানে নেই। এবং এ ব্যাপারে সিলেক্ট কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ ব্যাপারে কার্যকরী সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। এতদসত্তেও পার্সোনেল ও ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট অন্যায়ভাবে সিলেকশন কমিটির অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের কাছ থেকে দরখাস্ত

আহ্বান তাঁদের চেয়ারের পক্ষে অত্যন্ত মর্যাদাহানিকর। এই পদের জন্য লালায়িত বিচারপতিরা তাঁদের আত্মসম্মানবোধের সঙ্গেই আপোষ করবেন। কর্মপ্রার্থী একজন বিচারপতি কিছুতেই লোকপালের যোগ্য সদস্য হতে পারেননা। যাইহোক দরখাস্ত আহ্বান করা হোক আর না হোক, এব্যাপারে সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আইনের ধারা উপেক্ষা করেই বিজ্ঞাপন ইস্যু করা হয়েছে। তাই আমি পদাধিকার বলে নিযুক্ত সিলেকশন কমিটির চার সদস্য , প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার, বিরোধী দলনেতা ও দেশের প্রধান বিচারপতিকে লিখতে চাই যে তাদের কাজের পরিধীতে অন্যায়ভাবে মাথা গলাচ্ছে পার্সোনেল ও ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট। এই বেআইনী বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা দরকার।